মিলটন রায়
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২২

বিজয় ২৪
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১২″ x ১৫″

জয়িতা রাণী রায় খেয়া
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

প্রতীকী চিত্রটি এমন আর্তনাদ, যা শব্দে নয়, রঙে ও অনুভবে উচ্চারিত। এটি জন্ম নিয়েছে অবদমিত ক্ষোভ ও অবিরাম প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে। "নিরব চিৎকার" তাই বিজয়ের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক গভীর স্মরণ, যেখানে সবকিছুর আড়ালেও আর্তনাদের ইতিহাসের ছবি উঠে আসে।

নিরব চিৎকার
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৪″ X ১৯″

মোছাঃ সিনথিয়া খাতুন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

জুলাই ২০২৪
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১৩″ X ১৫″

আসিফা পারভীন পুঁথি
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

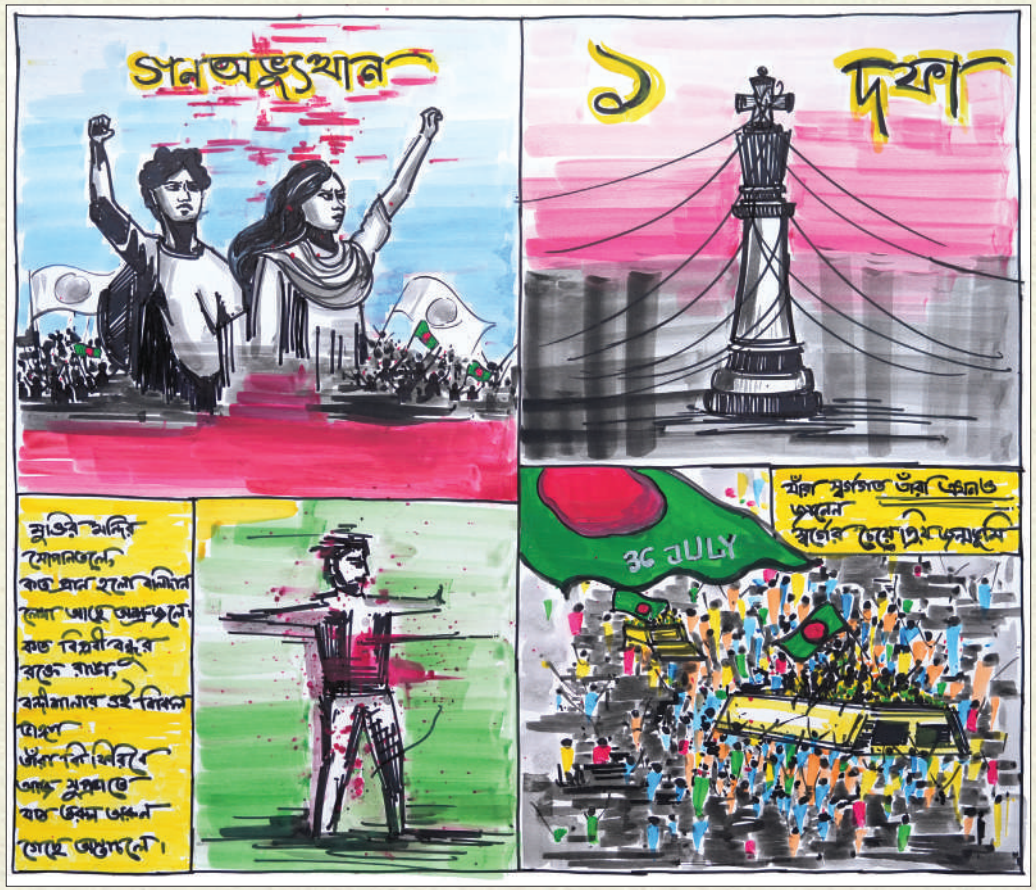

জাগরণ
মাধ্যম: মিশ্রমাধ্যম
মাপ: ১৫″ X ১৮″

হুমায়রা আহমেদ
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২২

চিত্রে জুলাই বিপ্লবের সংগ্রামী মনোভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি যেন বাস্তবতা, সংগ্রাম ও সচেতন নাগরিকদের বিপ্লবী চেতনাকে উজ্জীবিত ধারা। যার মাধ্যমে দেশের এতদিনের একচেটিয়া ক্ষমতাধরের পতন। এখানে সাহসী তরুণ প্রজন্মের কেউই পিছু হটেননি, তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছেন ন্যায়ের দাবিতে। তাদের সাথে সাথে বেরিয়ে এসেছিল তাদের শিকড় ওরফে আমাদের জাতির রক্ষক (বাবা-মা)। সকলের সমর্থন আর আশীর্বাদে এ যেন নতুন অগ্রগতির পথে বাংলাদেশ।

আমার শিল্পকর্মটিতে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি, এ যেন তরুণ প্রজন্মের এক স্বাধীনচেতা সংগ্রামী ধারা।

জুলাই ৩৬
মাধ্যম: মিশ্রমাধ্যম
মাপ: ৩০″ X ৩৬″

ফারজানা মাহিম
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

চিত্রকর্মটিতে জুলাই আন্দোলনের এক দফার পথচলা ও তার অন্তর্নিহিত চেতনাকে তুলে ধরা হয়েছে। উপরের "তুমি কে? আমি কে? বিকল্প! বিকল্প!" স্লোগানটি মানুষের প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার বাইরে নতুন একটি পথের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। এখানে 'বিকল্প' শব্দটি ব্যবহার করে তারুণ্যের শক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি নতুন ব্যবস্থা এবং নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। চিত্রের মাঝখানে দেখা যায় বিপুল জনসমাগম, যেখানে ছাত্র ও সাধারণ মানুষ একসাথে আন্দোলনে অংশ নিয়ে ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। হলুদ ও সাদা রং আশার আলো ও পরিবর্তনের বার্তা বহন করে। নিচের দিকে আঁকা ভাঙা শিকল দমন ও অন্যায়ের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থিত। মাঝখানের আগুন বা মশালের মতো উজ্জ্বল অংশটি ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ের সাহস ও দৃঢ় সংকল্পকে প্রকাশ করে। ছবির এক পাশে স্বৈরাচারীর হাত আঁকা হয়েছে, যা দমন-পীড়ন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতীক। গাঢ় আকাশ এবং হেলিকপ্টারের অবয়ব আন্দোলনের সময়কার ভয়, উত্তেজনা ও নজরদারির পরিবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সার্বিকভাবে, এই চিত্রকর্মটি মানুষের ঐক্য, সাহস এবং একটি নতুন, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তুলে ধরে।

বিকল্পের পথে
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৮″ X ২২″

মো. মাহিনুর রহমান সাজ্জাদ
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২২

শিল্পকর্মটি বিপ্লবকে মহিমান্বিত করে না বরং বিপ্লবকে প্রশ্ন করে। এখানে স্লোগান নয়, তুলে ধরার চষ্টো করেছি স্লোগানের পরে যা থেকে যায়। একটিমাত্র আন্দোলনের ভেতরে তিনটি ভিন্ন পরিণতি। আন্দোলন মুষ্টি তোলে, কিন্তু রেখে যায় আহত শরীর, নিরীহ ভয় আর অসম্পূর্ণ জীবন।

জীবিত, আহত, স্মৃতিতে বন্দী
মাধ্যম: ক্যানভাস পেপারে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৬″ X ২২″

তাসমীম তাসফিয়া হক আরশি

গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

শিল্পকর্মটি একাধিক ফ্রেমের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছে। প্রতিটি অংশে আছে প্রতিবাদ, দমন, আশা ও স্মৃতির চিহ্ন, কোথাও শেকলে বাঁধা ঘর, কোথাও মুষ্টিবদ্ধ হাত, কোথাও লোকজ মানবাকৃতি। ডাকটিকিটের মতো ফ্রেমিং সময়কে সংরক্ষণ করার ইঙ্গিত দেয়, যেন এগুলো ইতিহাসের ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী দলিল। পুরো কাজটি মিলিয়ে দাঁড়ায় সমষ্টিগত স্মৃতি, প্রতিরোধ এবং মানুষের না-বলা কথার ভিজ্যুয়াল আখ্যান হিসেবে।

জনতার স্মারক

মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৬″ X ২০″

হুমায়রা তাবাসসুম সাবা
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

প্রতীকী চিত্রটি কোটাবিরোধী ছাত্রআন্দোলন থেকে ফ্যাসিস্ট শাসনের পতনের পথে গড়ে ওঠা এক ঐতিহাসিক উল্লাসকে ধারণ করে। এটি দমন বা নীরবতার নয়, বরং দীর্ঘ প্রতিরোধের পর অর্জিত মুক্তির আনন্দের ছবি। ছবির রং ও গতিশীলতা সেই বিজয়োচ্ছ্বাসের প্রতীক যেখানে রক্ত ও ত্যাগ বৃথা যায়নি, বরং তা নতুন স্বাধীনতার আনন্দে রূপ নিয়েছে। এই চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসের মোড় ঘোরে তখনই, যখন ছাত্রদের কণ্ঠ গণমানুষের কণ্ঠ হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদ পরিণত হয় মুক্তির উল্লাসে।

নতুন স্বাধীনতার উল্লাস
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ০৯″ X ০৯″

জান্নাতুল নাঈম
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

লাল সূর্যের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা দৃঢ় মানব অবয়বটি আত্মমর্যাদা, প্রতিবাদ ও অবিচল সাহসের প্রতীক।

চির উন্নত মম শির
মাধ্যম: ক্যানভাস পেপারে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১০″ X ১০″

মো. লাবু হক
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

মিশ্রমাধ্যমে আঁকা এই শিল্পকর্মটি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে সংঘটিত 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান'-এর একটি শক্তিশালী এবং আবেগঘন প্রতিফলন। এখানে রঙের গভীর বিন্যাস ও আলো-ছায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই উত্তাল সময়ের একটি খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিল্পকর্মটিতে কালো অবয়বে সাধারণ মানুষের মিছিল ও অবস্থান, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অদম্য সাহসের প্রতীক। তাদের হাতে উঁচিয়ে ধরা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা একতা ও দেশপ্রেমের সাক্ষ্য দেয়। শিল্পকর্মটির উপরের অংশে লাল ও ধূসর রঙের যে মিশেল রয়েছে, তা সেই সময়ের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, বুলেট, টিয়ারশেল এবং বারুদের ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশকে মনে করিয়ে দেয়। লাল রং এখানে যেমন বিপ্লবের প্রতীক, তেমনি আন্দোলনের শহীদদের রক্তের স্মৃতিও বহন করছে। আলো-আঁধারি খেলায় মানুষের অবয়বগুলো অস্পষ্ট হলেও তাদের লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট, একটি বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়া।

অভ্যুত্থানের রাজপথ
মাধ্যম: মিশ্রমাধ্যম
মাপ: ২৪″ X ২৪″

মো. মেহেদী হাসান
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প,
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮

রিকশায় নুয়ে আছে নিথর একটি মৃতদেহ। রক্তে মাখা পুরো শরীর, সমস্ত মুখখানি থেঁতলে গেছে বারুদের বিস্ফোরণে। রিকশাচালক চিনতে পারছে না আসলে মানুষটা কে..?
পরক্ষণে তার নজরে আসে নুয়ে থাকা দেহটার শার্টের দিকে। এটা তো সকালে আমার ছেলে আসাদকে পড়িয়ে দিয়েছিলাম। তড়িঘড়ি করে বুকে ছোট একটা তিল দেখেই বুঝতে পারল ছেলেটা আর কেউ না তারই ১৭ বছর বয়সী ছেলে আসাদ। বাবার কোলে সন্তানের দেহ পৃথিবীর পুরোটা ভারত্বকে হারিয়ে দেয়।
জুলাইয়ে সেইসব আসাদদের খুনিরা এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে লোকালয়ে।আর বিচারহীন আসাদের পিতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বারে দ্বারে।
চোখে আর পানি নেই, সাগর পরিমাণ পানি শুকিয়ে মরুভূমির রূপ নিয়েছে। এখন আর কাঁদতে চায়না, মিসক্রিয়ান্টদের ফাঁসি চাই।

কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
মাধ্যম: মিশ্র মাধ্যম
মাপ: ২০″ X ২৪″

মোসাঃ নুশরাত জাহান কান্তা
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

ছবিটি জুলাই আন্দোলনের প্রতীকী বাস্তবতাকে গভীরভাবে তুলে ধরে। মুখাবয়বে চোখ না থাকায় নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠরোধ ও সত্য দেখার অধিকার হরণকে বোঝানো হয়েছে। মাথা ও শরীর বেয়ে নামা লাল রং জুলাই আন্দোলনে ঝরে পড়া রক্ত ও ত্যাগের স্মারক। পেছনের অস্পষ্ট লেখাগুলো আন্দোলনের দাবিদাওয়া ও চাপা পড়া কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন। গাঢ় রঙের ব্যবহার দমন-পীড়ন, ভয় ও শাসনের অন্ধকার সময়কে ইঙ্গিত করে। পুরো ছবিটি জুলাই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের নিঃশব্দ প্রতিবাদ ও আত্মত্যাগের এক শক্তিশালী শিল্পরূপ।

জুলাই দ্রোহ
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৮″ X ২২″

মোছাঃ তাসনুভা নওশীন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

জুলাই মানেই এক অদ্ভুত অস্থিরতা, অপূরণ স্বপ্নের টান, ভেতরে জমে থাকা প্রশ্ন আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার নীরব দৃঢ়তা। এই মাসের আকাঙ্ক্ষা শুধু চাওয়ার নয়, বরং বদলে যাওয়ার সাহস, নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার প্রত্যয়। রোদ বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে জুলাই শেখায়, আকাঙ্ক্ষা কখনো থামে না, সে প্রতিদিন নতুন রূপে আমাদের ভেতর কথা বলে।

আকাঙ্ক্ষা
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১১″ X ১৫″

মো. লাবিব হক
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

নকশিকাঁথার মতো গাঁথুনিতে জুলাই বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে এই চিত্রকর্মটিতে। বিদ্রোহের লাল জমিনে রঙিন সুতোর বুননের আদলে ফুটে উঠেছে এই চিত্রকর্মটি।

জুলাই গাঁথা
মাধ্যম: প্যাস্টেল ও অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১১″ X ১৪″

সাদিয়া তাহমিদ
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

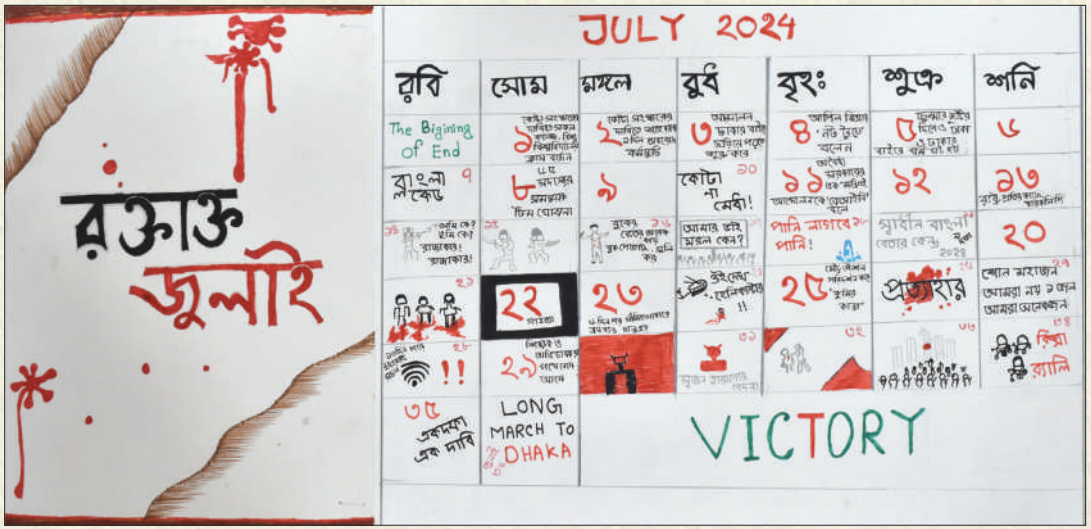

জুলাইয়ের দিনলিপি
মাধ্যম: কালি ও কলম
মাপ: ১০″ X ২৩″